দৈনিক সংবাদ

৪০

তারিখ ... 09 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭ .....

শুধু উত্তর জনপদেই নয় শিক্ষার সংকট সর্বত্র

উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট, ভর্তি সমস্যা, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের স্বল্পতা, বিদ্যালয় ভবনের দৈন্যদশা, বিদ্যালয় পাঠাগারের হতশ্রী অবস্থা ইত্যাদির কারণে প্রায় ২০ লাখ ছাত্রছাত্রীর জীবনে শিক্ষা সংকট দেখা দিয়েছে। সম্ভব হচ্ছে না সুষ্ঠু শিক্ষাদান। যার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নকলপ্রবণতা বাড়ছে। সরকারি-বেসরকারি সবগুলো বিদ্যালয়েরই এই দৈন্যদশা। এছাড়া বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষকমন্ডলীর মাঝে চলছে গ্রাম্য দলাদলি, যা শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মক কলুষিত করছে।

উত্তরাঞ্চলের গ্রামে যে সব বিদ্যালয় রয়েছে সেগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষা চলছে অনেক ক্ষেত্রেই মৌখিক পদ্ধতিনির্ভর। যেখানে প্রয়োজন বাস্তব প্রায়োগিক ব্যবস্থা সেখানে যদি চলে এমন তাহলে তা নৈরাশ্যজনক এবং অশুভ। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে মিলনায়তন না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সহযোগী একটি দৈনিক গত ২রা জুলাই উত্তরাঞ্চলের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাজীবন সম্পর্কে উল্লেখিত রিপোর্টটি করলেও এই চিত্র কেবল উত্তরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই। বলা যায় সমস্ত দেশেই মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সংকট বিরাজমান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সরকারি হোক আর বেসরকারি হোক।

শিক্ষার এ সমস্যা-সংকট চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। নতুন আর্থিক বছরের বাজেটে দেখা যায় সর্বোচ্চ অর্থ বরাদ্দ হয় শিক্ষা খাতে। অথচ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে, শিক্ষার গুণগত মানের দিকে দৃষ্টি দিলে তার দৈন্যদশাই ফুটে উঠে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণে পিয়াসী একটি জাতির কাছে এই বৈপরীত্য কখনোই কাম্য হতে পারে না।

রাজধানী ঢাকা এবং কতিপয় পুরনো জেলা ও বিভাগীয় সদর বাদ দিলে সমগ্র দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোর হালচাল উল্লেখিত রিপোর্টে বর্ণিত উত্তরাঞ্চলের স্কুলগুলোর তুলনায় কোনমতেই ব্যতিক্রমী নয়।

স্কুলটি যদি বেসরকারি হয় তবে একবাক্যে বলা যায় এটি একটি বিশৃংখল প্রতিষ্ঠান। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রাখার তো প্রশ্নই আসে না। ছাত্রছাত্রী যত আসে ততই ভর্তি। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষার্থীদের ভিড়ে থৈ থৈ। একের পর এক শুধু সেকশন বাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের ঠিকমতো বেতন-ভাতা পাওয়া যেহেতু শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে, সুতরাং ভর্তির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু শিক্ষক সংকট, দক্ষ শিক্ষকের সংকট তো আরো তীব্র। ক্লাসে নিয়মিত পাঠদান থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ, আইন-শৃংখলা রক্ষা সর্বত্র অদক্ষতার ছাপ স্পষ্ট। মোট কথা শিক্ষার গুণগত মান রক্ষা এবং এর বিকাশ সাধন বলতে কিছুই নেই। এর উপর রয়েছে শিক্ষকদের দলাদলি, দলবাজি, গভর্নিং বডির সাথে বিরোধ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দৌরাত্ম্য। সবকিছু মিলেই শিক্ষার আর কোন পরিবেশ থাকছে না। নিয়মানুযায়ী যারা নির্বাচনী পরীক্ষায় ন্যূনতম মান অর্জন করতে পারবে তারাই মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রার্থী হবে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ নিয়ম মানা হয় না। নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা টিকছে তাদের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেয়া হয় মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়ার জন্যে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্বিক ফল হয় খারাপ। এছাড়া শিক্ষার অন্যান্য উপকরণের অভাব তো রয়েছেই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সরকারি হলে তো কথাই নেই। কাগজপত্রে বাইরে ঠাটবাট থাকলেও শিক্ষা নেই। শিক্ষক সংকট, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই, প্রধান শিক্ষক নেই, শিক্ষকদের কোন দায়বদ্ধতা নেই- এই চলছে প্রায় প্রতিটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে দেখবেন, প্রায় প্রতিটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এমনকি নিয়মিত ক্লাস পর্যন্ত হয় না। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দেশব্যাপী এই চিত্র আর কতকাল জাতিকে দেখতে হবে সেটাই প্রশ্ন। শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দের সুফল কোথায়?